মহেশপুরে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে বাবা নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর গ্রামে শিশুদের ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে রবিউল ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে যাদবপুর মাঝপাড়া গ্রামে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আমিন উদ্দিন মৃধার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে যাদবপুর গ্রামে নিহতের ১০ বছরের ছেলে সিফাত ইয়ামিন জিহাদ এবং একই গ্রামের লুৎফর রহমানের ১৩ বছরের ছেলে সোহানুর রহমান সোহান ফুটবল খেলছিল। এ সময় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে শিশুদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়।

এর জের ধরে বেলা ১টার দিকে সোহানের পিতা লুৎফর রহমান (৪৬) বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে শিশু জিহাদকে মারার জন্য ধাওয়া করেন। এ সময় সন্তানকে বাঁচাতে সিফাতের পিতা রবিউল ইসলাম তাদের সামনে যান।

এ অবস্থায় স্থানীয় খলিল মোল্লার বাড়ির সামনে তিন রাস্তার মোড়ে পৌঁছালে রবিউল ইসলামের সঙ্গে লুৎফর রহমানের বাক্বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে লুৎফর রহমান তার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে রবিউল ইসলামের ঘাড় ও পিঠে সজোরে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে পড়েন।

পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে রবিউলকে বাড়িতে নিয়ে মাথায় পানি দিতে থাকেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্থানীয় যাদবপুর বাজারের এক পল্লিচিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এরপর তাকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ওসি) মো. আজাদ রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। মরদেহ থানায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি।

এ ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে বলেও জানান ওসি।

‘আমার স্বামীর মাথা কেটে ফুটবল খেলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে’

‘আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁর মাথা কাটে ফুটবল খেলেছিলো। সেই মামলার আসামিরা এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ জামিন নিয়ে বাইরে আইছে। যাদের ফাঁসির আদেশ হইছিলো তারা নাকি ক্ষমা পেয়েছে। আমার সন্তানদের এতিম করা আসামিরা এখন বুক ফুলায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব দেখতি হচ্ছে আমাগের। এ আবার কেমন বিচার। আমি আল্লার কাছে বিচার দিছি। সেই সব বিচার করবে।’ এমন ক্ষোভের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের নিহত আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সম্পতি নেছা|

সম্পতি নেছা জানান, জমি ও পূর্ব শত্রুতার জেরে কুলবাড়িয়াা গ্রামের পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সার্জনের সাথে বিরোধ হয় তার স্বামী আলফাজের।

সেই শত্রুতার জেরে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল রাতে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা হানিফের নেতৃত্বে সার্জন, আব্দুল মালেক, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন শহিদুল, শের আলী, জুর আলী, বেল্টু ওরফে তোয়াসহ কয়েকজন আলফাজকে কুপিয়ে হত্যা করে। শুধু তাই নয় তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফুটবল খেলে। সেই ঘটনায় আলফাজের বাবা আনজেল আলী বাদি হয়ে হানেফসহ অজ্ঞাত ১৫ থেকে ১৬ জনের

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সেই মামলায় ৭ জনকে অভিযুক্ত করে ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার্জশিট দাখিল করে| দীর্ঘ শুনানী শেষে ২০০১ সালের ২০ নভেম্বর আসামি সার্জন, হানিফ, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী আব্দুল মালেক ও বেল্টু ওরফে তোয়াকে ফাঁসির আদেশ দেয়।

আসামি পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করে। পরে নিহতের পরিবারে আবার শুরু হয় আদালতের বারান্দায় ছুটাছুটি। ২০০৪ সালে উচ্চ আদালত থেকে মামলায় আসামী সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখে আর আসামী শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী ও আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে।

তবে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে স্থানীয় সংসদ সদস্যর সুপারিশে সাধারণ ক্ষমা করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। এর মধ্যে হানেফ ২০২৫ সালে প্রতিপক্ষের গুলিতে দুই সহযোগীসহ নিহত হন।

নিহতের স্ত্রী সম্পতি নেছা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার স্বামীর হত্যায় সার্জনের মৃত্যুদন্ড দিলেও সে এখন জামিনে বের হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি সেটাই বুঝছি না। আর আসামি মালেক কিছুদিন জেল খেটে এলাকায় ফিরেছে। এখন নাকি আবার এলাকায় সংগঠিত হচ্ছে। আমার স্বামীকে মেরে এখন আবার আমার সন্তানকে হত্যা করতেও পারে তারা। আমরা তো সঠিক বিচার পেলাম না।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের পিপি এসএম মশিয়ুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত পরিতাপের। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে আমরা লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করব।

মেহেরপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ায় ফুটবল খেলা কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মনোমালিন্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই জন।

গতকাল সোমবার (২৮ আগষ্ট) রাতে দুই পক্ষের সৃষ্ট সংঘর্ষে রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ার আব্দুল কাদের মিয়ার ছেলে রিপন মিয়া(৩৫) এবং মোঃ জাহর আলীর ছেলে মোঃ সাজু মিয়া (৩৬) গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে মপহেরপুর সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপন মিয়াকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আহত অপর ব্যক্তি সাজু মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের আগের দিন ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে রাধাকান্তপুরের আব্দুস সালামের ছেলে মিলন ও মোঃ জাহর আলীর ছেলে সানির মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার রাতে সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়।

মেহেরপুর থানা পুলিশের একাধিক সূত্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে এ ব্যাপারে থানায় কোন পক্ষ লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ প্রার্থী সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।